বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকীতে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আজ শুক্রবার বিকেল ৫ টার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান হয়।

পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা সদর বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন। এসময় বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবনেতা রেজা, মশিউল আলম দিপু, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা বজলুর রহমান বজু, মীর খোকন, বজলুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আসাদুল হক দল, সাইফুল ইসলাম আনসার ভিডিপি জামে মসজিদের পেশ ইমাম সাব্বির হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা শামীমুল ইসলাম, মুক্তা প্রমুখ।

“ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়”–বিএনপি নেতা মাহবুব

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে

ভবানীপুর গ্রাম বিএনপি এ আয়োজন করে।

ভবানীপুর গ্রাম বিএনপির সভাপতি জারজিস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোল্লা।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মোহাম্মদ সুলেরি আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শান্ত আহম্মদ বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বলেন, ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের আগামী দিনের গণতন্ত্র এগিয়ে নিতে হবে। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ যেন কারো ওপর আক্রমণ না করে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশ মোতাবেক জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দীর্ঘ আঠারো বছর পর কয়েক হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে এক আবেগ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ যেন এক রাজনীতির মিলন মেলা।

“স্বৈরাচারী হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে”-আসাদুজ্জামান বাবলু

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন

বিএনপির উদ্যোগে সাহারবাটি ইয়ূথ ক্লাব চত্ত্বরে এই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাহারবাটি কৃষকদলের সভাপতি জাহিদুল হক রাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, বিএনপি নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল ইসলাম আশা, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ৯ ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সস্পাদ আবুল কালাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সস্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, হাজারো ছাত্র তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে দ্বিতীয় দফায় স্বাধীন করেছে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। এখন প্রতিশোধ নয়, সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে হবে।
তিনি আরো বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে।

খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে আবারও ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। তারেক রহমান দেশে ফিরে গণমানুষের কাণ্ডারি হবেন।

এসময় শহিদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া মাহফিল থেকে দেশ-জাতির মঙ্গল ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

বিএনপির খণ্ড খণ্ড মিছিল গাংনী উপজেলা শহর জনসমুদ্রে পরিণত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির তিনটি গ্রুপ পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা গাংনী উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। পরে একে একে গোটা এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

যার কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল থেকে গণহত্যার দায়ে বিএনপি ও ছাত্র-জনতা শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসি দাবি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে হাসপাতাল বাজার হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (অস্থায়ীভাবে স্থাপিত) এসে শেষ হয়।

বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা বিষয় সহসভাপতি আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন, গাংনী পৌরসভার কমিশনার নাছির উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহেল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নানসহ বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির একাংশ ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষাভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি উপজেলা বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ সভাপতিত্ব কনেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু শিলাসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

একই সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র নেতৃত্বে অপর একটি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু,মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সুলেরি আলভী, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেনসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ফ্যাসিবাদী হাসিনাকে পুনর্বাসনের যেকোনো চক্রান্ত বিএনপি ও এদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। বিএনপি ও ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনসহ বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বিচারে গুম, খুনের বিচার করতে হবে।

তারা বলেন, এখনো যারা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে আছেন তাদের চিহ্নিত করে সাজা নিশ্চিত করতে হবে। জুলুমের বিচার করতে হবে।

নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে খুনি শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের ফাঁসির দাবি জানান তারা।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির একাংশের অবস্থান কর্মসূচি পালন

শেখ হাসিনা কর্তৃক ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা এবং হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচী করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের জেনারেল হাসপাতাল রোডের এশিয়া নেট মোড়ে এই কর্মসূচী পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, নাড়ু, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি,জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি। এসময় বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অবস্থান কর্মসূচির আগে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে একটি মোটরসাইকেল মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কর্মসূচি স্থানে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগরে বিএনপির অবস্থান

কর্মসূচি

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে হত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, ছাত্র হত্যার বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। শেখ হাসিনাকে ও তার দোসরদের দেশে ফিরিয়ে এনে পিলখানা হত্যা, বিএনপি নেতা কর্মীদের গুম খুন সহ জুলাই আগস্ট মাসের ছাত্র জনতা হত্যা সহ সমস্ত নির্যাতনের বিচার এই দেশের মানুষ করে ছাড়বে ইনআশাল্লাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, শ্রমিকদল, যুবদল, ছাত্রদলসহ উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীরা অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে হাজারো মানুষের ঢল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ২য় দিনের ন্যায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বাসস্ট্যান্ড বাজারের কৃষি ব্যাংকের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ১নং যুগ্ন আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক সালমা জাহান পারুল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পলাশ মাহমুদ, তাজ উদ্দিন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, যুবদল নেতা জহিরুল ইসলাম রিপন, ফিরোজ হাসান

মন্টু , ইজাজুল হক, শওকত আলী, মাহফুজুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি , যুবদল , ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির শান্তি সমাবেশ

কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী বাজারে শান্তি সমাবেশ করেছেন বিএনপি। বৃহস্পতিবার (১৫ আগষ্ট) বিকেলে এ সমাবেশ করেন দলটি।

সারাদেশের ন্যায় বৃহস্পতিবার (১৫ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার এলাঙ্গী বাজারে শান্তি সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন , এলাঙ্গী ইউনিয়নের মতিয়ার রহমান গাজী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সাইফুর রহমান মিন্টু , এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সহসভাপতি একরামুল হক, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান খোকা , এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক গান্না কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আব্দুস , এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা মন্টু , এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ , মিজানুর রহমান মজনু।

এসময় বক্তারা বলেন, ১৭ বছর ধরে এলাকার পাট গাছ সোজা থাকেনি। এখন অনেকে আসছেন দল করতে। তারা বলেন, এখনও আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায়নি, এ জন্য আমাদের একতা বদ্ধ হয়ে সব কিছু মোকাবিলা করতে হবে। এরপর ক্ষমতায় আসলে আমাদের কাছ থেকে যারা পুলিশ দিয়ে টাকা নিয়েছেন, সেই টাকা গুলো ফেরত নিবো। আপনারা টাকা জড়ো করা শুরু করে দেন।

দর্শনায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারি খুনি হাসিনা-কাদের সহ তাদের দোসরদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা পৌর বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা রেলবাজারস্থ শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে করেছে অবস্থান কর্মসূচি পালন।

এ সময় বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শাহ মুকুল, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্নসম্পাদক ইকবাল হোসেন, পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মালেক মন্ডল, বিএনপি নেতা নজির উদ্দিন আমিন, রবিউল ইসলাম রবি, তোফাজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, দর্শনা থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, আপু সুলতান, থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক রিয়াল ইসলাম লিওন, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, ছাত্রদলনেতা তারেক, সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, আলমগীর, খোকা, নাসির, রিপন, সাহাবুল, মজিবর, লালচান মিয়া, কুটি, আজাদুল ইসলাম আজাদ, বাবু, খাইরুল,

একরামুল , শাহিন , আরিফ, মাসুম , আরিফ, অমিদুল , সেরালি , সুজন , শরিফ উদ্দিন , জোবায়ের , জিয়া , রানা , ছমির , নফিজ, ডালিম , রুবেল , সবুজ , মানিক , অনিক, সাজিদ , আলামিন, স্বাধীন প্রমুখ।।

কোটচাঁদপুর বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলার এলাঙ্গী বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার ইউনিয়নের গুড়পাড়া বাজারে বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক , বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সহ - সভাপতি সাইফুর রহমান মিন্টু , উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক , উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন , উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা , এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ। শান্তি সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান খোকা। এ সময় বিএনপি , যুবদল , ছাত্র দল , সেচ্ছাসেবক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা -কর্মী উপস্থিত ছিলেন।